SUṢAMĀ : Multidisciplinary Research Journal ISSN: 3107-4529
(International Peer-Reviewed & Refereed Journal)
Vol. 1, Issue-3, (Jul-Sep) 2025

দারিদ্র ও নিরাময়ের পন্থা : দার্শনিক প্রেক্ষাপটে পর্যালোচনা

Dr. Abhijit Mondal
State Aided College Teacher
Dept. of Philosophy
Gobardanga Hindu College
Gobardanga, North 24 Parganas, West Bengal, India
Email: iamabhijitmondal@gmail.com

Abstract: দারিদ্রতা নতুন কোন বিষয় নয় — অতীতে দারিদ্রতা ছিল, বর্তমানে আছে। কারণ মানব সমাজের সমগ্র ইতিহাস এক শ্রেণী দ্বন্দ্বের ইতিহাস। আর এই শ্রেণী দ্বন্দ্বের কেন্দ্রে রয়েছে অর্থনৈতিক শোষণ ও অর্থনৈতিক বৈষম্য। এক শ্রেণীর মানুষ আর এক শ্রেণীর মানুষকে শোষণ করে আর্থিক দিক দিয়ে দুর্বল করে। যার জন্য শ্রেণী দ্বন্দ্বের এক দিকে রয়েছে শোষক অর্থাৎ ধনী শ্রেণী আর অপর দিকে রয়েছে শোষিত বা দরিদ্র শ্রেণী। কার্ল মার্ক্সের ভাষায় এদেরকে বলা হয় বুর্জোয়া শ্রেণী ও প্রলেতারীত শ্রেণী। দরিদ্র শ্রেণী বা প্রলেতারীত শ্রেণীর মানুষের হাতে থাকে না অর্থ বা ধনসম্পদ। আর ধনী শ্রেণী বা বুর্জোয়া শ্রেণীর মানুষের হাতে থাকে অফুরন্ত অর্থ বা ধনসম্পদ। তাহলে এ থেকে বোঝা যায় ধনসম্পদ বা অর্থ না থাকার কারণেই মানুষ দরিদ্র। কিন্তু প্রশ্ন হল দারিদ্রতা অন্য কোনো কারন আছে কি? আর ভবিষ্যতে সমাজে থেকে দারিদ্রতা মুক্ত বা নিরাময় করা সম্ভব হবে কি?

Keywords: মানুষ, দারিদ্রতা, অর্থ বা ধনসম্পদ, মুক্ত বা নিরাময়, ধনী।

পৃথিবীতে মনুষ্য সমাজ উৎপত্তির কাল থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত সমাজের বুকে স্বচ্ছল মানুষের চেয়ে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা অধিক। কারণ মানব সমাজের সমগ্র ইতিহাস এক শ্রেণী দ্বন্দ্বের ইতিহাস। আর এই শ্রেণী দ্বন্দ্বের কেন্দ্রে রয়েছে অর্থনৈতিক শোষণ ও অর্থনৈতিক বৈষম্য। এক শ্রেণীর মানুষ আর এক শ্রেণীর মানুষকে শোষণ করে আর্থিক দিক দিয়ে দুর্বল করে। যার জন্য শ্রেণী দ্বন্দ্বের এক দিকে রয়েছে শোষক অর্থাৎ ধনী শ্রেণী আর অপর দিকে রয়েছে শোষিত বা দরিদ্র শ্রেণী। কার্ল মার্ক্সের ভাষায় এদেরকে বলা হয় বুর্জোয়া শ্রেণী ও প্রলেতারীত শ্রেণী। দরিদ্র শ্রেণী বা প্রলেতারীত শ্রেণীর মানুষের হাতে থাকে না অর্থ বা ধনসম্পদ। আর ধনী শ্রেণী বা বুর্জোয়া শ্রেণীর মানুষের হাতে থাকে অফুরন্ত অর্থ বা ধনসম্পদ। তাহলে এ থেকে বোঝা যায় ধনসম্পদ বা অর্থ না থাকার কারণেই মানুষ দরিদ্র। সুতরাং দারিদ্রতার কারন অর্থের অভাব একথা বলা যেতে পারে। কিন্তু প্রশ্ন হল ধনসম্পদের অভাবই কি দারিদ্রতার মূল কারন? এর আর কোনো কারন আছে কি? আবার দারিদ্রতার জন্য কি কেবল মালিক বা বুর্জোয়া শ্রেণীকে অপরাধী করা যায়? এই সকল প্রশ্নের মধ্যে থেকে আরও একটাই প্রশ্ন করা যায় দারিদ্রতা নিরাময় সম্ভব কি? এই বিষয়গুলি এই প্রবন্ধের মধ্যে দার্শনিক প্রেক্ষাপটে আলোচনা করতে চাই।

দারিদ্রতার অর্থ– দারিদ্রতা নতুন কোন বিষয় নয়। কিন্তু দারিদ্রতা কি? এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা বলতে পারি, মানুষের যখন একান্ত নিত্য প্রয়োজনীয় বিষয় বস্তু যথা— যথেষ্ট খাদ্য, জল, আশ্রয়, সুস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, চিকিৎসা, শিক্ষা ইত্যাদির খরচ বহন করার

আয় বা উপার্জন থাকে না, তখন তাকে দারিদ্র বলা যেতে পারে। আর এই উক্ত লক্ষণ থেকে একটি পরিবার বা একটি মানুষ দরিদ্র বলে বিবেচিত হয়, যখন সেই ব্যক্তি বা পরিবার সারা বছর বা বছরের অধিকাংশ অধিকাংশ সময় কাল কোনো রকমে একবেলার অন্ন সংগ্রহে সামর্থ্য হয় এবং কখন কখন নিজেকে বা নিজের ছেলে-মেয়ে বা পরিবারকে খাদ্য আহার থেকে বঞ্চিত রাখতে বাধ্য হয়। আবার কোন সঞ্চিত অর্থ থাকে না, তারজন্য পরিবারের মধ্যে কেউ অসুস্থ হলে ধনী মহাজনদের কাছে উচ্চ হারে ঋণ গ্রহণ করতে হয়। এমনকি নিজের সন্তানদের পড়াশুনা করাবার জন্য বিদ্যালয়ে ভর্তির কোনো অর্থ থাকে না, আর যদি কোন ভাবে ভর্তি করে তাহলে পরিবারে একটু অর্থ সংকট হলে সন্তান স্কুল ছুট হয়ে যায়। এখান থেকে লক্ষ্য করা যায় দরিদ্র হলে মানুষ ব্যবহারিক জীবনে বাঁচার জন্য নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী পাওয়ার বা সঞ্চয় করার এক সংকটময় অবস্থায় থাকে। তাহলে আমরা এখন বলতে পারি মানুষ বা পরিবার যে অবস্থা বা পরিস্থির জন্য দরিদ্র সেই অবস্থা বা পরিস্থিকে বলা হয় দারিদ্রতা। দারিদ্রতার ফলে সমাজের মানুষের মধ্যে যে বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়, তা হল অপুষ্টি, নিরক্ষরতা, রোগ, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, অধিক শিশু মৃত্যু এবং স্বল্পায়ু। কিন্তু প্রশ্ন হল এই দারিদ্রতার কারণ কি?

দারিদ্রতার কারণ— দারিদ্রতা নিয়ে বিচার করতে গেলে প্রথমে জানতে হবে দারিদ্রের কারণ কি? দারিদ্র নতুন কিছু বিষয় নয়, এটা আগে ছিল, এখনও আছে। কিন্তু প্রশ্ন হল দারিদ্রতা নিরাময় করা সম্ভব কি? দারিদ্রতা যেহেতু একটি বাস্তব ঘটনা, তাই এর একটি কারণ আছে বলে আমরা মনে করতে পারি। তবে বাস্তব সমাজে যদি মানুষের জীবন যাপন লক্ষ্য করা যায় তাহলে দেখা যাবে দারিদ্রতার অনেক কারণ রয়েছে। সেই সম্ভাব্য কারণগুলি বিচার করা যাক।

(ক) অর্থনৈতিক বৈষম্য— অর্থনৈতিক বৈষম্য দারিদ্রের একটি অন্যতম কারণ। বিশ্বের সকল মানুষ দারিদ্রতার এই কারণটিকে স্বীকার করে। সম্পদ বন্টনের বৈষম্য সমাজকে হৃদয় হীনতার প্রশ্রয় দেয়। যার কারণে দেখা যায় অর্থ না থাকলে এ জগতে কেউ কারও নয়। এক শ্রেণীর মানুষ প্রচুর পরিমাণ অর্থ বা সম্পদ মজুত করে রেখেছে। অপর দিকে আর এক শ্রেণির মানুষ অন্ন জোগাড় করতে পারছে না। নানান ধরনের রোগ যন্ত্রনায় মারা যাচ্ছে বিনা চিকিৎসার অভাবে। তাই সমাজে একটি শ্রেণীর হাতে প্রচুর পরিমাণে অর্থ বা সম্পদ না থেকে যদি ঐ অর্থ সকলের হাতে সমানভাবে বন্টন থাকতো তাহলে তা দিয়ে দরিদ্র মানুষ দুবেলা দুমুটো খাদ্য জোগাড় করতে পারত এবং রোগ যন্ত্রনার হাত থেকে মূল্যবান প্রাণ বাঁচিয়ে রাখতে পারত। আর এথেকে বলা যেতে পারে যে অর্থনৈতিক বৈষম্য দারিদ্রতার একটি অন্যতম কারণ। অর্থনৈতিক বৈষম্যের কারণে মানুষ দরিদ্র হয় অন্যের দ্বারা। অর্থাৎ মহাজনদের অপ্রয়োজনীয় সম্পদ সঞ্চয় থেকে অর্থনৈতিক বৈষম্য হয়, আর তা থেকে এক শ্রেণীর মানুষ দরিদ্র হয়ে থাকে।

(খ) কর্মে অলসতা— দারিদ্রতার আর একটি কারণ হল অলসতা। অলসতা মানুষের জীবনে দারিদ্রতা এনে দেয়। আমরা কেবল ধনী শ্রেণীকে দোষারোপ করে থাকি দারিদ্রতার জন্য। মানুষ তার নিজের কারণে দরিদ্র হয়ে থাকে। কারণ সমাজে এমন অনেক মানুষ আছে যারা দৈহিক, শারীরিক ও মানষিক ভাবে সুস্থ সবল অথচ তারা কর্ম করতে চায় না। কর্মের কথা বললে এড়িয়ে যায়। আবার এরা নানান ধরনের মানুষের কাছে ভিক্ষা স্বরূপ অর্থ চেয়ে থাকে। কখন কখন কারও কাছে নানা ধরনের অভাবের কথা বলে চেয়ে থাকে

এক টাকা বা দুটাকা বা পাঁচ টাকা বা অন্য কোন প্রয়োজনীয় জিনিস। আবার এরা নানান ধরনের নীতি কথা বলে— গরিব দরিদ্রকে দান করলে বা সাহায্য করলে কখনো কমে যায় না। এই নীতি কথা বলে নিজের জীবনকে অলসতায় পরিণত করে। তাই যে মানুষের জীবনে অলসতা থাকে সেই মানুষ কর্ম করে না, আর কর্ম না করলে অর্থ জোগাড় বা সঞ্চয় হয় না। ফলস্বরূপ নিজের জীবনে ও নিজের পরিবারে দারিদ্রতা নেমে আসে। তাই বিবেকানন্দ বলেছিলেন "যতদিন না শরীর যাচ্ছে অকপট ভাবে কাজে লেগে থাকো।" তারমানে তিনি এটাই বোঝাতে চেয়েছেন অলসতা নয়, কর্ম করতে হবে। কারণ কর্ম মানুষের দেহ মনকে সুস্থ রাখে এবং ভাত কাপড়ের অভাব থেকে মুক্ত করে।

(গ) হিংসাত্মক মনোভাব— হিংসাত্মক মনোভাব বা হিংসা দারিদ্রতার একটি কারণ স্বরূপ স্বীকৃত হতে পারে। এই হিংসা দরিদ্র ব্যক্তির নিজের মনের হিংসা নয়, এটি অপরের মনের হিংসা। কারণ সমাজের মধ্যে কোন একটি মানুষ কর্ম করে সাধ্য মতো সংসারকে সচ্ছল করে রাখে। কিন্তু সমাজে এক শ্রেণীর মানুষ আছে স্বচ্ছল সংসারের উপরে কুঅভিসন্ধি চালানোর চেষ্টা করে সচ্ছল সংসারকে অসচ্ছল করতে। এরজন্য নানান ধরনের কুকৌশল করে, কোন পন্থা প্রয়োগ করলে সংসারটাকে বিনষ্ট করা যাবে? যেমন কোনো ব্যক্তি কাজ করার জন্য কর্মস্থলে একটি কর্মের সন্ধান করলে সেই কর্মটি যাতে না পায় তার ব্যবস্থাও আর্থিক স্বচ্ছল স্বার্থপর ব্যক্তিরা করে থাকে। সেক্ষেত্রে আমি নিজে বড় হবো, আমি ভালো থাকবো অপরকে বড় হতে দেওয়া যাবে না —এই আত্ম-অহংকারের বা আত্মস্বার্থ-এর মনোভাব কাজ করে। অর্থাৎ এখানে আত্ম-অহংকার বা আত্মস্বার্থ-এর জন্য মানুষের মধ্যে আসে হিংসাত্মক মনোভাব। হিংসাত্মক মনোভাব থেকে আসে আত্মসুখের চেতনা, প্রতিফলিত হয় অমানবিকতার চেতনা। আর এই হিংসাত্মক মনোভাব ও অমানবিকতার চেতনা কিছু মানুষের জীবন ও পরিবারে দারিদ্র এনে দেয়। তারমানে হিংসাত্মক মনোভাব দারিদ্রতার একটা কারণ — এটা মনে হয় অস্বীকার করা যায় না।

(ঘ) অপচয়— অপচয় বা অধিক ব্যয় দারিদ্রতার একটি বড় কারণ। সমাজে চলার জন্য প্রয়োজন অর্থ একথা কোনোভাবেই অস্বীকার করা যায় না। অর্থাৎ জীবনে বেঁচে থাকার জন্য অর্থের প্রয়োজন বিশেষ ভাবে আবশ্যিক এটা প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু এই অর্থ, আয়ের চেয়ে ব্যয় যদি বেশী হয়ে থাকে তাহলে সংসার জীবনে নেমে আসবে দারিদ্রতার অন্ধকার। কোনো দিনমজুর ব্যক্তি যে পরিমানের অর্থ আয় করে সেই পরিমাণের অর্থ আয়ের থেকে যদি অধিক পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয় তাহলে তার জীবনের পরিণতি অবশ্যই দারিদ্র। যেমন মানব জীবনে রোগ যন্ত্রনা এক ভয়ংকর ব্যপার। কোনো দিনমজুরের বাড়িতে যদি একটি কঠিন রোগ হয় তাহলে নিরাময়ের জন্য খেতে হয় ঔষধ। আর তাতে নিরাময় না হলে বা জটিলতর হলে যেতে হয় চিকিৎসকের অস্ত্রের মাথায়। সেক্ষেত্রে ব্যয় হয়ে যায় আয়ের থেকে অধিক অর্থ। সামান্য কিছু সম্পত্তি থাকলে হয়ত সেটুকু বিক্রয়ও করে দিতে হয়। এমন ঘটনা সমাজে মধ্যে অহরহ দেখা যায়। অপর দিকে সমাজের কিছু মানুষ অল্প আয়ের পরও অধিক পরিমাণে বিলাসিতা করতে চায় এবং আধুনিক ফ্যাসান দুনিয়ায় এটাই চলছে। তাদের যুক্তি সমাজে সকল মানুষের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে হবে। একটি আর্থিক স্বচ্ছল পরিবারের ছেলে-মেয়ে একটি দামি ফ্যাশনওয়ালা বস্ত্র পরিধান করে বাইরে বার হলে, সেই বস্ত্রটি একটি গরিব দরিদ্র পরিবারের ছেলে-মেয়ের পছন্দ হলে সেটি কিনতে হবে এমন শপথ করে থাকে। এমনকি

লক্ষ্য করা যায় পিতার অর্থ জোগাড় করতে পারছে না সন্তান বায়না ধরেছে ওই বস্ত্র দিতে হবে, সেক্ষেত্রে পিতা-মাতা দেনা করে বা কিছু সঞ্চিত সম্পদ বিক্রয় করে সন্তানের চাহিদা পূরণ করে। যদি পিতা-মাতা বারণ করে তাহলে ছেলে মেয়েরা যুক্তি দেয় সমাজে তাল মিলিয়ে চলতে গেলে ওইরূপ বস্ত্র লাগবে। আমার মনে হয় সমাজে তাল মিলিয়ে চলার অনেক পথ আছে। অযথা বিলাসিতা সমাজে প্রয়োজন হয় না। সমাজে যতটুকু আমাদের তাল মেলাতে হয় ততটুকু যথেষ্ট, তার চেয়ে অধিক হলে আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশী হয়। ফলস্বরুপ নিজেদের পকেট হয় শূন্য। আর নেমে আসে ঘোর দারিদ্রতা। এখানে দরিদ্র ব্যক্তি তার নিজের পরিকল্পনার ভুলের জন্য দারিদ্রতা নিয়ে আসে।

(ঙ) শিক্ষার অভাব— শিক্ষার অভাব আমাদের জীবনে দারিদ্রতা আনতে পারে। শিক্ষার অভাব যে দারিদ্রতা আনে এবিষয়ে বিবেকানন্দের একটি অভিমত থেকে অনুমান করা যেতে পারে— **"**ইউরোপের বহু নগর পর্যটন করিয়া তাহাদের দারিদ্রের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ও বিদ্যা দেখিয়া আমাদের গরিবদের কথা মনে পড়িয়া অশ্রুজল বিসর্জন করিতাম। কেন এ পার্থক্য? শিক্ষা – জবাব পাইলাম।**"** সমাজের বাস্তব জীবন এক কঠিনতম জীবন। যতদিন যাচ্ছে সমাজের দিন গুলিও কঠিন থেকে কঠিনতর হয়ে যাচ্ছে। আর সেই দিন গুলিতে জীবন যাপন করতে গেলে আমাদের প্রয়োজন শিক্ষা। শিক্ষার অভাবে এই দিনগুলির সাথে সামঞ্জস্য করতে না পারলে আমাদের জীবন বিলুপ্ত হয়ে যাবে। তারমানে শিক্ষার অভাব জীবনে কর্ম করতে অসুবিধা হয়। আর কর্ম যদি করতে না পারা যায় তাহলে জীবনে দারিদ্রতা অবশ্যম্ভবই। সমাজের মধ্যে এমন কিছু কর্মস্থল রয়েছে যেখানে অন্ততপক্ষে অক্ষর জ্ঞান না থাকলে কর্ম করানো যায় না। আর সমাজে যদি সেটুকু পরিমাণ বেকার ছেলে মেয়ে থাকে তাহলে ছেলে মেয়েদের জীবন ও পরিবারে আসে দারিদ্রতা। আবার এমন কিছু কর্মস্থান আছে যেখানে প্রযুক্তিবিদ্যায় শিক্ষিত কিছু মানুষের প্রয়োজন। কিন্তু প্রযুক্তি বিদ্যায় প্রশিক্ষিত মানুষ না থাকার, প্রথাগত শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষ থাকায় তারা কর্ম জোগাড় করতে পারে না। কিন্তু যদি ঐ সমস্ত মানুষের যথার্থ শিক্ষা দিয়ে কাজের উপযুক্ত করা হয় তাহলে বেকারত্ব কমে যায়। আর বেকারত্ব কমে গেলে দারিদ্র অনেক কমে যায়। তাই অনেক ক্ষেত্রে দারিদ্রের কারণ শিক্ষার অভাবেও হয়ে থাকে। স্বামী বিবেকানন্দ শিক্ষার এরূপ অবস্থা ভারতবর্ষের লক্ষ্য করে ছিলেন। তাই তিনি মানুষের কল্যাণের জন্য এবং দারিদ্র অবস্থায় যাতে মানুষ না পড়ে তার জন্য বলেছেন, "স্বাধীনভাবে স্বদেশী বিদ্যার সঙ্গে ইংরেজি আর সায়েন্স পড়ানো, চাই টেকনিক্যাল এডুকেশন, চাই যাতে ইন্ডাস্ট্রারি বাড়ে, লোকে চাকরি না করে দু-পয়সা করে খেতে পারে।" তারমানে তিনি আমাদের এটাই বোঝাতে চেয়েছেন যে, আমাদেরকে বাস্তব জীবনে ভাত কাপড়ের তাগিদে একটু বিজ্ঞান শিক্ষায় শিক্ষিত হতে হবে।

(চ) লোভ— দারিদ্রতার আর একটি কারণ হল লোভ। এই লোভ দারিদ্র ব্যক্তির লোভ নয়, ধনী ব্যক্তির লোভ। একজনের লোভ অনেক সময় অপর একজন বা একাধিক মানুষকে দারিদ্রতার দিকে নিয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথের লেখা দুবিঘা জমি কবিতাতে জমিদারের অধিক লোভের ফলে দরিদ্র উপেনের শেষ দুবিঘা জমি দিতে হয়েছিল জমিদারকে। আর সবশেষে উপেনকে পথে পথে ভিক্ষার ঝুলি হাতে নিতে ঘুরতে হয়েছিল। তাই তিনি বলেছিলেন, "বাপু, জান তো হে, করেছি বাগান খানা, পেলে দুই বিঘে প্রস্থে ও দিঘে সমান হইবে টানা — ওটা দিতে হবে।" এর মধ্য দিয়ে কবি বোঝাতে চেয়েছেন

জমিদারের লোভের পরিমাণ। তিনি আরও বলেছেন, "পরে মাস দেড়ে ভিটে মাটি ছেড়ে বাহির হইনু পথে — করিলে বিক্রি, সকলেই বিক্রি মিথ্যা দেনার খাতে।" আর এখানে জমিদারের লোভ পরিতৃপ্তি করার জন্য কুট কৌশল প্রয়োগ করে মিথ্যা অপরাধী সাজিয়েছে যার পরিণতিতে জমি বিক্রয় করতে হয়েছে গরিব দরিদ্র উপেনকে। কবি জমিদারের লোভের জন্য বলেছিলেন, "এ জগতে হায়, সেই বেশি চায় আছে যার ভুরি ভুরি — রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙালের ধন চুরি।" এখানে যে বিষয়টি ফুটে ওঠে সেটি হল আত্ম সুখবাদের চেতনা। জমিদার আপন সুখ সন্ধানে সর্বদা ব্যস্ত। তাহলে এখানে দেখা যাচ্ছে একজন অর্থাৎ জমিদারের লোভের ফলে অন্যজনের দারিদ্রতা নেমে এসেছে।

(ছ) কর্মকে ছোট করার ভাবনা— আবার কর্মকে হেও করা বা ছোট ভাবার কারনেও মানুষের জীবনে দারিদ্রতা নেমে আসে। সমাজে অনেক মানুষ আছে যারা সৎ পথে যেকোনো কর্ম করতে চায় না। তাদের মত যেকোন কর্ম বা কাজ তাদের জীবনে শোভা পায় না। কারণ তাদের কাছে ঐ কর্মটি ভালো লাগে না বা কর্মটি ছোট লোকদের কাজ এই রূপ মনোভাব নিয়ে চলে। এই ধরনের গরিমায় অনেকে ভালো সৎ পথের কর্ম করতে চায় না। তারা নিজেদের নির্বাচিত কিছু কাজ করে। আর বাকি কাজ তাদের মতে সব ছোট বা নীচ। এবং কাজগুলি ছোট লোকদের কাজ বা ছোট জাতির কাজ। আসলে এখানে কিছু মানুষ জাত পাতের অহংকারে আবদ্ধ হয়ে থাকে। এই ধরনের অনেক মানুষ সমাজের মাঝে এখনো আছে। তাদের সংসার খুব দরিদ্র, কিন্তু যেকোনো কর্ম করতে চায় না। এই রূপ যদি আত্মঅহংকার সমাজের মধ্যে থাকে তাহলে দারিদ্রতা ধীরে ধীরে গাঢ় থেকে গাঢ়তর হয়ে উঠবে। এখানে দরিদ্র ব্যক্তি নিজেকে নিজে দারিদ্রতা দিকে নিয়ে আসে।অর্থ এখানে দারিদ্র হয় ব্যক্তি তার নিজের কারণে।

দারিদ্রকে সাহায্যের পক্ষে-বিপক্ষে যুক্তি— এতক্ষণ দারিদ্রতা সম্পর্কে যে আলোচনা করা হল তা দারিদ্রতার সম্ভব্য কিছু কারণ। আর যে কোন একটি বা একাধিক কারনেই মানুষ দরিদ্র হতে পারে। কিন্তু এখন প্রশ্ন ওঠে দরিদ্র মানুষকে দেখে আমরা সরে আসব কি? তাদের দিকে একটু সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে পারি কি? দারিদ্রের সাহায্য করা উচিত কি? এই সকল প্রশ্ন আমাদের বিবেকে জাগে। তাই আমাদের বিবেক বলে সমাজে দরিদ্র মানুষ আছে এবং আমাদের কর্তব্য তাদের সাহায্য করা। দারিদ্রকে হাত ধরে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সকল মানুষের কিছু না কিছু দায়িত্ব আছে। কারণ নিজের দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে দরিদ্রকেও সাহায্য করে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। দরিদ্রকে আমরা পরস্পর সাধ্য মতো এগিয়ে নিয়ে যাব ঠিক। কিন্তু কিভাবে সাহায্য করে? তাদের কি অর্থ দিয়ে দারিদ্র মোচন করে দেবো? না এর অন্য কোনো উপায় আছে। বিষয়টি বেশ জটিল। তাই আমাদের ভালো করে ভাবতে হবে দারিদ্রকে কি দিয়ে সাহায্য করে সমাজের মধ্যে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়? এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার পূর্বে আমাদের জানতে হবে দারিদ্রকে সাহায্য করার পক্ষে বিপক্ষে যুক্তি।

সাহায্য করার পক্ষে যুক্তি— দারিদ্রদের সাহায্য করার পক্ষে উদারপন্থীরা মনে করেন দেশের মধ্যে অনেক ধনী, বিত্তবান, শিল্পপতি মানুষ আছে। বিশ্বের মধ্যে অনেক উন্নত দেশ রয়েছে। উন্নত দেশের উচিত উন্নয়নশীল দেশের সাহায্য করা। আবার অনেক উদারপন্থীর মত খাদ্য দিয়ে সাহায্য করলে হবে না। কারণ খাদ্য মানুষের সকল সময়ের সমস্যা সমাধান করে দিতে পারে না। তাদের উক্তি খাদ্য দ্রব্যের দ্বারা দারিদ্র মানুষকে বা

দরিদ্র দেশকে ক্ষণিকের জন্য উন্নতি করা যায়। চিরস্থায়ী উন্নত করতে গেলে দরিদ্র মানুষ বা দেশকে খাদ্যের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির বিষয়গুলি সাহায্য করতে হবে। কারণ এগুলি মানব জীবন উন্নয়ন করতে একান্ত প্রয়োজন।

উদারপন্থীরা আরও বলেন উন্নত দেশের অথবা বিত্তবান মানুষের উচিত দারিদ্র দেশকে অথবা দরিদ্র মানুষকে সাহায্য করা। দরিদ্র দেশের মানুষের মধ্যে হাহাকারের আর্তনাদ নিরাময় করা নৈতিক কর্তব্য বলে উদারপন্থীরা মনে করেন। উন্নত দেশে যে সমস্ত বিত্তবান মানুষ বসবাস করে তারা নিজেদের মৌলিক প্রয়োজন মিটিয়ে যে অর্থ অতিরিক্ত হয় সেই সমস্ত অর্থ দিয়ে দারিদ্রকে উন্নয়ন করার সমর্থনে বলেন— বিত্তবান মানুষ তাদের পরিতৃপ্তি করে দরকার যেমন মূল্যবান পোশাক, মূল্যবান আহার্য, বিদেশ ভ্রমণ, মূল্যবান গাড়ি, অতিরিক্ত সাজের বাড়ি প্রভৃতির জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে। কিন্তু এই সব বিষয়ের খুব অল্প পরিমাণ বিলাসিতা কমিয়ে সেই অর্থ টুকু দরিদ্রকে সাহায্য করলে অনেক দারিদ্রতা মোচন বা নিরাময় হবে। আর এই ভাবে দারিদ্রতা মোচন বা নিরাময় করা বিত্তবান মানুষের বা উন্নত দেশের উচিত বলে আমরা মনে করতে পারি। উদারপন্থীরা বলতে চান আধুনিক যুগের সাথে মানুষকে খাপ খাইয়ে চলতে হবে, আধুনিক সমাজকে মানিয়ে নিতে গেলে অনেক বিষয়ে বিলাসিতা করতে হয়। কিন্তু তারা বলেন অধিক পরিমাণ বিলাসিতা না করে, ফ্যাসানের দুনিয়ায় নিজেকে বিনা কারণে অধিক পরিমাণে ফ্যাশনাবেল না করে, ফ্যাসানের দ্বারা নিজেকে অধিক পরিমাণে সাজিয়ে খুসি করার পরিবর্তে সেই অর্থ দিয়ে দারিদ্র মানুষকে বা দরিদ্র দেশকে সাহায্য করা অধিক এবং উচ্চমানের কাজ।

উদারপন্থীদের আরও যুক্তি মানুষ পরার্থপর। মানুষ স্বার্থপর একথা ঠিক। কিন্তু মানুষ নিজের স্বার্থ পূরণের সাথে অপরের স্বার্থ পূরণ করতে পারে। কারণ মানুষের মধ্যে আছে দুধরনের বৃত্তি। একটি স্বার্থপরতার বৃত্তি আর অপরটি পরার্থপরতার বৃত্তি। মানুষ যতই নিজের জন্য ভাবুক না কেন অপরের জন্য একটু না একটু ভাবে। যেকোনো বিবেকবান মানুষ পরের হিতসাধনের বিষয় নিয়ে ভাবনা চিন্তা করে এবং সেই সাথে পরসুখের উপলব্ধি করে। আর এই সমস্ত মানুষ জীবন যাপনে অত্যাবশ্যক নয় এমন কিছু বিষয় পরিত্যাগ করে যদি চরম দরিদ্র মানুষের জন্য কিছু করে তাহলে তা হবে নীতিগত ভাবে উচ্চমানের নৈতিক কাজ। এই প্রসঙ্গে ব্যক্তি স্বাতন্ত্রবাদী নজিকের কথা বলা যেতে পারে। তিনি বলেন, "দরিদ্র উন্নয়ন খাতে অর্থ ব্যয় উচিত কাজ এবং অর্থ ব্যয় থেকে বিরত থাকা অনুচিত কাজ — কেননা রাজনৈতিক অধিকার রক্ষা অপেক্ষা নীতিবান হওয়া অধিকতর কাম্য।"

আমাদের মানব জীবন এক দ্বন্দ্বময়। কারণ মানুষের মধ্যে রয়েছে দুই ধরনের বৃত্তি, যা আগে একবার বলা হয়েছে। মানুষের এই দুই ধরনের বৃত্তি থাকার জন্য সে মহত্তর কিছু করতে চায় বা পারে। এর জন্যই মানুষ নিজেকে মানবেতর জীবের থেকে ভিন্ন করতে পারে। মানুষের মধ্যে পরার্থপরতার উচ্চ বৃত্তি থাকার জন্য পরের জন্য কিছু স্বার্থ ত্যাগ করতে পারে। অর্থাৎ মানুষ আত্ম ত্যাগ করতে পারে। এর জন্যই দার্শনিক কান্ট তার নীতি দর্শনে বলেছেন, "যা তোমার করা উচিত তা তুমি করতে পার।" কান্টের এই নীতি দর্শনের কথা কোনোভাবে ভিত্তিহীন নয়। মানুষের পক্ষে যা করা সম্ভব তাকে উচিত কর্ম বলা যায়। আর যে কাজ মানুষের পক্ষে সম্ভব নয় অর্থাৎ মানুষ যে কাজ চেষ্টা করেও

সাধ্যের মধ্যে আনতে পারে না তাকে উচিত কর্ম বলা যায় না। তাই এই দিক দিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করে বলা যায় যে বিত্তবানের পক্ষে তাদের অর্জন করা কিছু অর্থ অনাত্মীয় বা অপরিচিত দারিদ্র মানুষের জন্য ব্যয় করা উচিত এবং তা আমরা উচিত কর্ম বলে বিবেচনা করতে পারি।

সাহায্য করার বিপক্ষে যুক্তি— তবে অপর একদিক দিয়ে অনেকে দরিদ্র মানুষ বা দরিদ্র দেশকে সাহায্য করার বিপক্ষে মতবাদ দিয়ে থাকে। তাদের মূল বক্তব্য হল দরিদ্রকে কোনো ভাবে সাহায্য করা উচিত নয়। তাই তারা দরিদ্র উন্নয়নের বিরোধিতা করে বলেন দারিদ্রকে সাহায্য করলে দারিদ্রতা হ্রাস পাওয়ার পরিবর্তে দারিদ্রতার সংখ্যা বেশি হবে। অনেকে বলেন দারিদ্র দূরীকরণের জন্য দরিদ্রকে সাহায্য করলে দারিদ্র দূর হয় না। বরং তার পরিবর্তে দারিদ্র ব্যক্তির সংখ্যা নাকি প্রাসারিত হয় এবং পরে দারিদ্রতা চরমতর পর্যায় রূপ নেয়। আবার দারিদ্রকে সাহায্য করলে তাদের মধ্যে জন্মহার বেড়ে যায়। যার ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে দেশে দেখা যায় খাদ্যের অভাব এবং দারিদ্র মানুষের মধ্যে মৃত্যু হার বেড়ে যায় অনাহারের কারণে। তবে দারিদ্রতা দূরীকরণের চেষ্টাতে এই যদি মত হয় তাহলে মানুষের সঙ্গে মানবেতর জীবের পার্থক্য কোথায়? ভূপেন হাজারিকার সেই গানের লাইন, 'মানুষ মানুষের জন্য, জীবন জীবনের জন্য...' ব্যর্থ হয়ে যায় না কি?

দরিদ্রকে সাহায্য না করার সমর্থনে 'লাইফ বোট্ এথিকস্'-এর প্রবক্তা গ্যারেট হার্ডিন একটি উপমা ব্যবহার করে বলেছেন, ধনী দেশের মানুষেরা যেন জীবন রক্ষাকারী নৌকার আরোহীর মতো। একটি নৌকা তার বহন ক্ষমতার অতিরিক্ত সংখ্যক যাত্রী নিয়ে সমুদ্রে ভেসে চলতে চাইলে সেক্ষেত্রে একটু নড়া-চড়া করলে নৌকাটি সমুদ্রে ডুবে যাবে এবং সকলে একসঙ্গে মারা যাবে। অর্থাৎ সকলের একসঙ্গে সলিল-সমাধি হবে। তাই সকলে একসঙ্গে সলিল-সমাধি হওয়ার থেকে কিছু মানুষের বেঁচে থাকা অধিকতর ভাল বা কল্যাণ। যার কারনে আমাদের উচিত হবে দারিদ্রের কবলে ডুবন্ত মানুষদের কথা না ভেবে নিজেদের বাঁচানোর চেষ্টা করা। সেজন্য হার্ডিনের মত হল, বর্তমান পৃথিবীতে ধনীদের উচিত হবে দরিদ্রদের অনাহারের কথা ভাবা চিন্তা না করা। কারন দরিদ্র জনগণ ধনীদেরকেও তাদের পর্যায়ে নামিয়ে আনবে।

দরিদ্রকে সাহায্য ও তার পন্থা— সমাজের মধ্যে দরিদ্র মানুষ আছে, ছিল এবং থাকবে একথা কোনো ভাবে অস্বীকার করা যায় না বা কেউ অস্বীকার করতে পারে না। কিন্তু তাদের সাহায্য করবো না এমনটা হতে পারে না। আমরা বলতে পারি দরিদ্রকে সাহায্য করবো আমাদের সাধ্য মতো। কারণ আমরা মানুষ। আমাদের মধ্যে আছে বুদ্ধি বৃত্তি ও বিচার বৃত্তি। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর মানুষের ধর্ম গ্রন্থে বলেছেন, "মানুষ আছে তার দুই ভাবকে নিয়ে, একটি তার জীবভাব, আর একটি বিশ্বভাব।" মানুষের মধ্যে বিশ্বভাব থাকার জন্য সে পরের জন্য চিন্তাভাবনা করে। অপরের কল্যাণের কথা ভেবে মানুষ বিভিন্ন সমাজ কল্যাণমূলক কাজ করে। আর আমরা মানুষ হয়ে যদি দারিদ্র অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়াতে না পারি তাহলে আমাদের মধ্যে মনুষ্যত্ববোধ কোথায়? দরিদ্র মানুষ বা দরিদ্র দেশকে অবশ্যই সাহায্য করা উচিত। কিন্তু এই সাহায্যের বিষয় কেবলমাত্র অর্থ নয়। অর্থ দিয়ে কিছু কিছু ক্ষেত্রে সাহায্য করবো। সকল ক্ষেত্রে সাহায্যের হাত অর্থ দিয়ে সম্ভব নয়। অর্থ দিয়ে সাহায্য করতে গেলে তাতে কিছুটা বিধি নিষেধ থাকা প্রয়োজন। কারণ অর্থই আবার অনার্থের কারণ। কেবলমাত্র অর্থ দিয়ে সাহায্য করার অনেক অসুবিধা

আছে। তাই অর্থ দিয়ে আমরা সবসময় সাহায্য করতে যাব না বা অর্থ দিয়ে সকল ক্ষেত্রে সাহায্য করে দরিদ্র মানুষ বা দরিদ্র দেশকে দারিদ্রতা মোচন করার চেষ্টা করবো না। তাতে করে অনেক অসুবিধা হয় এবং ভবিষ্যতে সাহায্যের পরিণতি অকল্যাণের রূপ ধারন করবে। তাহলে দারিদ্রকে অর্থ দিয়ে সাহায্য করলে কি অসুবিধা হয় দেখা যাক।

আমাদের সমাজে যে সকল দরিদ্র মানুষ আছে, তারা চায় একটু সহায়তা। তবে সাহায্য কর্তার পক্ষ থেকে এই সহায়তা সব সময় অর্থ দিয়ে নয়। সমাজের মধ্যে অনেক দরিদ্র মানুষ রয়েছে যারা কেবল অর্থ নিয়ে সব সময় সাহায্য পেতে চায়। তারা সাহায্যের বিষয় অর্থ ছাড়া অন্য কিছু বোঝে না। দারিদ্রতার কারণে অর্থ দিয়ে, দরিদ্রকে সাহায্য করলে তাদের জীবনে অলসতা এনে দেওয়া হয়। কারণ তারা জানে কোনো-না-কোনো ভাবে তো অর্থ সহায়তা আসবে। আর এই অর্থ দিয়ে সব সমস্যার সমাধান করে নেবো। আবার এরা অর্থ সাহায্য নিয়ে মঙ্গলজনক কাজে সেই অর্থ ব্যবহার না করে অমঙ্গল কাজে ব্যবহার করে থাকে। অর্থ সাহায্য পাওয়ার জন্য কোনো কর্ম সন্ধানের দিকে মন না দিয়ে বাহাদুরি দিয়ে ঘুরে বেড়ায়। অথচ এরা দৈহিক মানসিক দিক দিয়ে সুস্থ সবল। তাই সমাজের মধ্যে থাকা সুস্থ সবল দারিদ্র মানুষকে অর্থ দিয়ে সব সময় সাহায্য নয়। এই সকল মানুষকে সাহায্য করতে হবে কর্ম করার সাহসিকতা যুগিয়ে এবং কর্মক্ষেত্রে যোগ দেওয়ার সুযোগ করে। আর উন্নতশীল দেশ ও ধনী মানুষের উচিত এই সমস্ত দরিদ্র মানুষকে কর্মসংস্থান করে দেওয়া। কারণ কর্ম করলে কোনো ভাবে জীবনে দারিদ্রতা আসে না। যাইহোক দরিদ্র মানুষের সব ক্ষেত্রে অর্থ সাহায্য নয়। তাদেরকে কর্ম পাওয়ার সাহায্য করতে হবে। সাধ্য মতো কর্মসংস্থান সন্ধান পাইয়ে দেওয়া এবং কর্ম করতে উৎসাহ দান করতে হবে।

দরিদ্র মানুষকে শিক্ষা দিয়ে সাহায্য করতে হবে। যে সমস্ত মানুষ দরিদ্র তাদেরকে কর্মসংস্থানের চাহিদা মতো শিক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করে দিতে হবে। সহযোগিতার দ্বারা তাদের এগিয়ে নিয়ে একটা কর্মসংস্থানের পন্থার কথা বলে দিতে হবে। কোন স্থানে শূন্য থাকার জন্য তার মধ্যে দারিদ্র বইছে সেই বিষয়টি সন্ধান করে সংশোধন করতে বলতে হবে বা করে দিতে হবে। আর উন্নয়ন দেশের মধ্যে কোন স্থানে ঘাটতি রয়েছে সেই বিষয়টি দেখিয়ে দিয়ে তাদের ঘাটতি পূরণ করতে বলতে হবে এবং তাদের সাহায্য করতে হবে। দেশের ক্ষেত্রে কোন একটি শিল্প হয়ত কোন কারণে অবনতির পথের দিকে হাঁটতে চলেছে তার ফলে শ্রমিকরা কর্ম হারাচ্ছে ও দারিদ্র হয়ে যাচ্ছে সেই দিকটি সন্ধান করতে হবে। এক্ষেত্রে উন্নতশীল দেশ এই দরিদ্র দেশের শিল্পটিকে উন্নয়নের জন্য সৎ পন্থা দেখিয়ে দিয়ে সহযোগিতা করতে পারে। সহযোগিতার দ্বারা নিজ দেশের উন্নত প্রযুক্তিবিদ্যা বা যন্ত্রপাতি সাহায্য করতে পারে। এই ভাবে যদি পরসুখবাদী চেতনা নিয়ে সাহায্য করা হয় তাহলে কিন্তু অর্থ সব সময় সাহায্যের প্রয়োজন হয় না। অর্থ ছাড়াও বিবেক, বুদ্ধি বা অন্য কিছুর দ্বারা সাহায্য করা যায় বা সহায়তা করে অন্ন বস্ত্রের অভাব দূর করা যায় তার প্রমান বিবেকানন্দের অভিমত থেকে পাওয়া যায়— "আমরা কাজ চাই, নাম যশ টাকাকড়ি কিছু চাই না।"

অর্থ সাহায্য কাদের করবো— তাহলে একটা প্রশ্ন উঠতে পারে অর্থ দিয়ে সাহায্য কাদের করবো? কেমন ধরনের মানুষ বা দেশকে অর্থ দিয়ে সহায়তা করতে হবে? সমাজে অনেক দরিদ্র মানুষ আছে যারা দৈহিক, মানসিক ভাবে অক্ষম, যাদের কোনোভাবে

কর্ম করার সামর্থ্য নেই, এমন কি তাদেরকে দিয়ে কোনোভাবে কর্ম করানো যাবে না, সেই সকল মানুষকে অর্থ দিয়ে সহায়তা করতে হবে। অপর দিকে যে দরিদ্র দেশের একটি সামাজিক পরিকাঠামো দুর্বল তাকে সবল করার অনেক বুর্জোয়া প্রতিষ্ঠান রয়েছে, যারা অর্থ দিয়ে দরিদ্র দেশ বা মানুষকে সাহায্য করতে চায়। যেমন তারা অর্থ দিয়ে সাহায্য করতে চায় দরিদ্র মানুষের ছেলে মেয়ের লেখাপড়া শেখানোর জন্য। উচ্চ শিক্ষাকে যাতে সহজ ভাবে গ্রহণ করতে পারে তার জন্য ছাত্রবৃত্তি হিসাবে অর্থ সহায়তা করে। এখানে বলা ভালো যেসমস্ত সংস্থা এই অর্থ দেয় তাদের উচিত সঠিক দরিদ্রকে ভাবে নির্বাচন করে সঠিক অর্থ সহায়তা করা।

আবার সাহায্যের অন্যতম মাধ্যম হল অর্থ একথা কোনোভাবে অস্বীকার করা যায় না। কারণ অর্থ ছাড়া কোনো কিছুই কোনোদিনই উন্নয়ন করা যায় না বা উন্নয়ন সম্ভব নয়। কিন্তু অর্থ সাহায্য সব সময় প্রত্যক্ষ ভাবে নয়। অর্থ সাহায্য পরোক্ষভাবে করতে হবে। আর অর্থ দিয়ে সাহায্যের সময় আমাদের সতর্ক থাকতে হবে এই অর্থ সঠিক স্থানে ব্যবহার হচ্ছে কিনা। কারন এখানেও কিছু অসাধু ব্যক্তি নিজেদের স্বার্থকে কাজে লাগিয়ে নিজেদের পুঁজি তৈরি করে। তাই এবিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে যারা সাহায্য করবে তাদেরই যাতে অন্যায় বা মন্দ কাজে নিজেদের দেওয়া অর্থ ব্যবহার না হয়। এক্ষেত্রে যদি তারা অন্যায়কে দেখে থাকে আর সে বিষয়ে অসতর্ক থাকে তাহলে তারাও দোষী বলে বিবেচিত হবে। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথা বলা যেতে পারে, "অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে/তব ঘৃণা যেন তারে তৃণসম দহে।" তারমানে আমরা একথা বলতে পারি, অর্থ খারাপ নয়। তবে অর্থ যেব্যক্তি ব্যায় বা দান করেন তার উপরে ধন বা অর্থের ভালো মন্দ নির্ভর করে।

দারিদ্র নিরাময় সম্ভব, এবিষয়ে যুক্তি— দরিদ্র মানুষকে সহায়তা না করার পক্ষে হার্ডিনের মত হল, বর্তমান পৃথিবীতে ধনীদের উচিত হবে দরিদ্রদের অনাহারের কথা ভাবা চিন্তা না করা। কারন দরিদ্র জনগণ ধনীদেরকেও তাদের পর্যায়ে নামিয়ে আনবে। কিন্তু এই ধরনের নীতি ভাবনা ও কর্মপন্থা অনেকের কাছেই অস্বস্তিকর। সমালোচকদের কেউ কেউ বলেছেন, অতিরিক্ত জনসংখ্যার বিষয়টি অতিকথন। বর্তমানে আমাদের এই পৃথিবীতে যে পরিমাণ খাদ্য উৎপন্ন হয় তাতে পৃথিবীর দারিদ্রতা নিরাময় করা যেতে পারে। বিশ্ববাসী ক্ষুধার্ত, অতিরিক্ত জনসংখ্যার কারণে নয়। বরং জমি ও অন্যান্য সম্পদের অসম বন্টন, ধনী দেশগুলির খাদ্যের অপচয়, উন্নত দেশগুলির তৃতীয় বিশ্বের উপর শোষণমূলক তথা আধিপত্যকামী দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদির কারণে বিশ্ববাসী আজ ক্ষুধার্ত। সমীক্ষায় দেখা গেছে, শুধুমাত্র রসনার তৃপ্তির জন্য, নরম মাংস পাওয়ার জন্য, উন্নত দেশগুলি যে পরিমাণ খাদ্যশস্য মানবেতর প্রাণীদের খাওয়ায় সেই অপচয় রোধ করতে পারলে বর্তমানে চরম দারিদ্র্যের মধ্যে থাকা ১৪০ কোটি মানুষের দারিদ্রতা মুছে ফেলা সম্ভব। অথচ আমরা দরিদ্র মানুষের কথা না ভেবে, অসহায় দুর্দশাগ্রস্ত মানুষজনের কথা চিন্তা না করে কেবল টেলিভিশন সেটের সামনে বসে তাদের দারিদ্রতা অনাহার উপভোগ করে থাকি। এরূপ আচরণ আমাদের সকল মানুষের সাম্যের নীতি তথা মানব জীবনের প্রতি শ্রদ্ধার ধারণার অবসান ঘটাবে না। আবার আমাদের দেশের অর্থনীতিবিদ তথা দার্শনিক ডঃ অমর্ত্য সেন স্থিরনিশ্চিত যে সত্যিকারের সদিচ্ছা থাকলে দারিদ্রতা নিরাময় করা সম্ভব।

দারিদ্রতা বিষয়ে এতক্ষণের আলোচনায় যে বিষয়গুলি পাওয়া গিয়েছে তা হল

দারিদ্রতার কারণ কি? দারিদ্রতার ফলে কি হয়? দারিদ্রের সাহায্য করা উচিত কি না? দরিদ্র নিরাময় সম্ভব কি না? এই সকল বিষয় আলোচনার থেকে আমরা একথা বলতে পারি যে, দারিদ্রতা একটি জটিল ঘটনা এবং একে সমাধান করা কঠিন কাজ। যারা দরিদ্রতা নিরাময় সম্ভব বলে মনে করেন তাঁরা তাঁদের পুঁথিগত জ্ঞানের ভাণ্ডার থেকে একথা বলে থাকেন। বাস্তব জগতে নেমে এসে মানুষের সাথে থেকে জীবন যাপন করলে কোনো দিন বলতে পারবে না দারিদ্রতা নিরাময় করা সম্ভব। দেশে নির্বাচন আসার সময় অনেক রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় আসার জন্য দেশের মানুষকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে বলে আমরা সরকারের ক্ষমতায় এলে দরিদ্র মানুষের দারিদ্রতা ঘুচিয়ে দেবো, দেশের মধ্যে একটিও দরিদ্র পরিবার থাকবে না। অর্থাৎ 'দারিদ্রতা হটাও' এই হয় তাদের স্লোগান। আসলে এই দারিদ্রতাকে হাতিয়ার করে সরকারের ক্ষমতায় আসা রাজনৈতিক দলের লক্ষ্য মাত্র। কিন্তু ক্ষমতা পাওয়া হয়ে গেলে সব প্রতিশ্রুতি ভুলে যায়। কারণ তারা জানে দারিদ্রতা কোনোদিন সমাধান করা যায় না। সমাজে অতীত কাল থেকে ধনী আছে ও দরিদ্র আছে, শোষক আছে শোষিত আছে। ভবিষ্যতে এটাও থাকবে। একে সম্পূর্ন রূপে নির্মূল করা যাবে না। অর্থাৎ ধন বৈষম্য কখনও দূর হয় না। তাই দরিদ্রতা নিরাময় নিয়ে যে যত কথাই বলুক না কেন সবই নাটক, অভিনয়, প্রলোভন, দরিদ্র মানুষকে মায়ার জালে আবদ্ধ করে বোকা বানানোর মন্ত্র। এখানে একটাই কথা বলা যায়, ধনী মানুষ আনন্দ ফুর্তি সৌখিনতায় যে প্রচুর পরিমাণে অর্থ ব্যয় করছে এবং অন্যদিকে দরিদ্ররা অনাহারে মরছে। তাই যথার্থ নীতিবোধ ধনীদের জানিয়ে দিক দারিদ্রকে একটু সাহায্য করে কিছুটা দারিদ্রতা নিরাময় করি।

পরিশেষে আমরা বলতে পারি, জনকল্যাণে দরিদ্র তথা দরিদ্র দেশকে সাহায্য করা উচিত। যারা চরমভাবে দারিদ্র তাদের সাহায্য করার দায়বদ্ধতাকে আমরা অস্বীকার করতে পারি না। বিলাস বহুল দ্রব্যের খাতে অর্থ ব্যয় করার পরিবর্তে দারিদ্র উন্নয়ন খাতে সেই অর্থ ব্যয় করা ধনী বা বিত্তবানের নৈতিক কর্তব্য এবং সেটা মানবিকতার পরিচয়। দারিদ্রতার কারণ অনুসন্ধান করে কি ধরনের সাহায্য করা উচিত সেটা সাহায্যকারীর বিবেচনা করা উচিত। তবে সকল সময় অর্থ সাহায্য নয়। অর্থ ছাড়া আরও বিষয় রয়েছে সেগুলির দ্বারা দরিদ্রকে সহায়তা করলে দারিদ্রতা মোচন করা যাবে। তবে সেটিকে দারিদ্র মোচন বা নিরাময় বলা যাবে না। বলতে হবে দারিদ্র্যর দারিদ্রতা লাঘব করা যাবে। তাই একটা কথা সবশেষে বলা দরকার দারিদ্রতা কোনো ভাবে মোচন বা মুক্ত করা বা নিরাময় করা যাবে না, দারিদ্রের দারিদ্রতা কিছুটা সামাল দেওয়া যেতে পারে বা লাঘব করা যেতে পারে। এরজন্য ধনী, শিল্পপতি, গরীব, দুখী সকল স্তরের মানুষকে মানবিকতায় উন্নীত হতে হবে। আর স্বচ্ছল মানুষদের প্রতি একটাই আবেদন, কোন দরিদ্রকে অন্তত সাহায্য না করতে পারলেও কোনোভাবে অপকার করার কুঅভিসন্ধি করবেন না। সূতরাং বাস্তব জীবনে সকলে পরার্থপরতার দিকে এগিয়ে না গিয়ে নীতিবোধের দ্বারা পরিচালিত হয়ে সমগুরুত্বকে বিসর্জন না দিয়ে দারিদ্রতা নিরাময়ে এগিয়ে আসলে জগতের অবস্থান বদলে যাবে। আর এটা যদি করা সম্ভব হয় তাহলে জগত সংসার হয়ে উঠবে একটা মানবিক সমাজ।

Bibliography

- বিবেকানন্দ, স্বামী। *আমার ভারত অমর ভারত* কোলকাতাঃ রামকৃষ্ণ মিশন ইন্সটিটিউট অপ কালচার, ২০০৭।
- ভট্টাচার্য, সমরেন্দ্র। *ব্যবহারিক নীতিবিদ্যা* কোলকাতাঃ বুক সিণ্ডিকেট প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৪।
- ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। *রবীন্দ্র রচনাবলীঃ খণ্ড-৩* কোলকাতাঃ রিফ্লেক্ট, ২০০৬।
- সেন, অমর্ত্য। *তর্ক প্রিয় ভারতীয়* কোলকাতাঃ আনন্দ, ২০০৭।
- ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। *মানুষের ধর্ম* কোলকাতাঃ বিশ্বভারতী, ২০১৮।
- বিবেকানন্দ, স্বামী। *শিক্ষা প্রসঙ্গ* কোলকাতাঃ উদ্বোধন, ২০১৪।
- ধর, বেনুলাল। *ব্যবহারিক নীতিদর্শন* কোলকাতাঃ মিত্রম, ২০১৭।
- ঘোষ, সঞ্জীব। *নীতিবিদ্যা* কোলকাতাঃ ব্যানার্জী পাবলিশার্স, ২০১৮।
- পাল, সন্তোষ কুমার। *ফলিত নীতিশাস্ত্র খন্ড - দ্বিতীয়* কোলকাতাঃ লেভান্ত বুকস ২০২১।

——